

...• যিলহজ্জের প্রথম দশক •...

## ইবাদতের অবশেষিত বসন্তকাল

রমাদান মাস ইবাদতের বসন্তকাল, এ কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু রমাদানের বাইরে যে আরো একটি ইবাদতের বসন্তকাল আছে, সেটা আমরা খুব কম মানুষই জানি। সেই বসন্তকাল হলো যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। এই দিনগুলো আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, এই সময়ের আমলের মাধ্যমে একজন বান্দা অতি সহজে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারে।

### যিলহজ্জের প্রথম দশকের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

মহান আল্লাহ সূরা ফজরের ২ নম্বর আয়াতে দশ রাতের কসম করেছেন। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে দশ রাত বলতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। আর স্বয়ং আল্লাহ যখন কোনো সময়ের কসম খান, সেটার গুরুত্ব যে কতখানি, তার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যোজন।

এছাড়া সূরা হজের ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তারা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে নির্দিষ্ট দিনসমূহে। ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, নির্দিষ্ট দিন বলে এখানে যিলহজ্জের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৫/৪১৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের নেক আমল আল্লাহর নিকট যত প্রিয়, আর কোনো দিনের আমল তত প্রিয় নয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও কি তার চেয়ে প্রিয় নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহর পথে জিহাদও এই দশদিনের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর নয়, তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে গেল এবং কোনো কিছু নিয়ে আর ফিরে এলো না। (সহীহ বুখারী, ৯৬৯) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিনসমূহ হলো যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ১৭৮৫)

যিলহজ্জ মাসের তাৎপর্যের বিষয়ে বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যিলহজ্জের প্রথম দশকের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো, এই দিনগুলোতে ইসলামের পাঁচটি রুকন বা মৌলিক কাজের সমাহার রয়েছে। (ফাতহুল বারী, ২/৪৬০) যেমন—ঈমান ও সালাত অন্য দিনগুলোর মতো এই দিনগুলোতেও বিদ্যমান। যাকাত বছরের অন্য যে কোনো সময়ের মতো এসময়েও আদায় করা যায়। আরাফার দিনে রোযার নির্দেশ থাকায় ইসলামের আরেকটি রুকন রোযার নজিরও এই দশকে পাওয়া যায়। আর পঞ্চম রুকন হজ এই দশকেই পালনযোগ্য। আবার ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কুরবানীও এই সময়ে আদায় করতে হয়।

সুতরাং মাস হিসেবে রামাদান আর দিন হিসেবে যিলহজ্জের প্রথম দশক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ। আর তাই, একজন ঈমানদারের এই দিনগুলোতে ইবাদত-বন্দেগীতে বিশেষভাবে মগ্ন হওয়া উচিত।

### যিলহজ্জের প্রথম দশকের বিশেষ কিছু আমল

১ অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। মহান আল্লাহ বলেন, যেন তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা হজ, ২৮)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলে যিলহজ্জের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৫/৪১৫)

২ নেক আমল ও ভালো কাজের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া। কেননা, মহান আল্লাহর নিকট অন্যান্য সময়ের আমলের চেয়ে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। (সহীহ বুখারী, ৯৬৯; সুনানে আবু দাউদ, ২৪৩৮)

৩ অন্য সময়ের তুলনায় এই দিনগুলোতে পাপকাজ পরিহারে অধিক সচেত্ব থাক। (সূরা তাওবা, ৩৬)

৪ সামর্থ্যবান হলে হজ করা। কেননা, হজ ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ওপর হজ ফরয। আবার কবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয় মর্মে নবীজি (সা.)-এর সুসংবাদ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৯৭; সুনানুত তিরমিযী, ৮১০)

৫ সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করা। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি নিজ প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় করো ও কুরবানী করো। (সূরা কাউসার, ২)

৬ কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কুরবানী করার আগ পর্যন্ত নখ, চুল, ও অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকা। (সহীহ মুসলিম, ১৯৭৭)

এ হাদীসে যদিও কুরবানীদাতাকে চুল, নখ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যাদের কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, তারাও ফযীলতপূর্ণ এ আমলটি করতে পারেন। এমনকি শিশুদেরকেও চুল-নখ কাটা থেকে বিরত রাখা উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ, ২৭৮৯; আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, ৭৫২০)

৭ অধিক পরিমাণে সাধারণভাবে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ পড়া। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর নিকট যিলহজের দশদিনের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় আমল নেই। অতএব, এ দিনগুলোতে তোমরা অধিক পরিমাণে তাকবীর, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠ করো। (আল-মুজামুল কাবীর, ১১১১৬)

৮ তাশরীকের দিনগুলোতে প্রত্যেক সালাতের শেষে বিশেষভাবে তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা। অর্থাৎ ৯ যিলহজ ফজর থেকে ১৩ যিলহজ আসর পর্যন্ত প্রতি নামাজের পর একবার ‘আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ’ পাঠ করা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৫৬৩১)

৯ প্রথম নয়দিন সিয়াম পালন করা। কোনো কোনো বর্ণনায় যিলহজের প্রথম নয় দিনই সিয়াম পালনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। তাছাড়া এই দিনগুলোর নেক কাজ আল্লাহর প্রিয় হওয়ায় এর সব দিনেই নফল সিয়াম রাখা যায়। অনেক ইমামগণও যিলহজের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালন করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

১০ আরাফার দিন বিশেষভাবে রোযা রাখা। কেননা, আরাফার দিনের রোযা রাখলে আশা করা যায় মহান আল্লাহ তার পেছনের এবং সামনের এক বছরের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (সহীহ মুসলিম, ১১৬২)

১১ ঈদের দিনের সুন্নাহসমূহ পালন করা।

আল্লাহর প্রিয় হওয়ার এই বিশেষ দিনগুলো আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। আসুন, নেক আমলের মাধ্যমে আমরা জান্নাতের পথে এগিয়ে যাই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দিন।



আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

উম্মাহর স্বার্থে, সুন্নাহর সাথে



প্লট ৬২, রোড ৩, ব্লক এ,  
আফতাবনগর, ঢাকা ১২১২

+৮৮০৯৬১০-০০১০৮৯